মেহেরপুরে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে উপজেলার রাজনগর গ্রামের ঘোড়ামারা পাড়ায় মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে কয়েকদিন আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মরদেহটি অর্ধগলিত অবস্থায় থাকায় এখনো তার পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ে তদন্ত চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত এবং ঘটনার রহস্য উদঘাটনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার আসাননগরে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নিজ কক্ষ থেকে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত সুজন (৩৫) আসাননগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাব্বত আলীর ছেলে। তিনি তিন সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৮ ফেব্রুয়ারি সুজন তার স্ত্রী লিমা ও তিন সন্তানকে মারধর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকে পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ না পেয়ে তার বড় ছেলে লিমন বাড়িতে এসে গেট তালাবদ্ধ দেখতে পান। পরে প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে ঘরের ভেতর রশিতে ঝুলন্ত অবস্থায় বাবার মরদেহ দেখতে পান।

প্রতিবেশীদের ভাষ্য, সুজন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নির্যাতন করতেন। প্রতিবেশীরা বাধা দিতে গেলে তাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতেন, ফলে ধীরে ধীরে এলাকাবাসী তার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

তার বড় বোন হাসি জানান, সুজন দীর্ঘদিন মাদকাসক্ত থাকায় পরিবারের সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে মাঝে মধ্যেই তিনি স্ত্রী লিমাকে মারধর করতেন।

এ বিষয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পিছন থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (আনুমানিক বয়স ৫০) মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগানের মাঝখানে একটি আমগাছের ডালের সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা ৪/৫ দিন আগে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) দুপুর দুইটার দিকে সদর থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, গলায় রশি পেঁচিয়ে আম গাছের একটি ডালের

সাথে ঝোলানো রয়েছে। তার পরা লুঙ্গিটিও গলায় জড়ানো। তারা ধারণা করছেন তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। পুজার টানা কয়েকদিনের ছুটি শেষে আজ রবিবার কলেজটি খোলা হয়েছে। এই ক’দিন নির্জন থাকায় এই ঘটনাটি ঘটতে পারে। তার শরীরের অসংখ্য পোকা লাগায় চেনার কোনো অবস্থা নেই বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শিরা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগান থেকে বিকট দুর্গন্ধ বের হলে মানুষজন সেখানে যায়। পরে বাগানের মাঝখানের একটি আম গাছের একটি ডালের সাথে রশির সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় মরদেহ দেখে আমাদের খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থল থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা এখনি কিছু বলা যাচ্ছেনা। ময়না তদন্ত রিপোর্ট শেষে বলা যাবে।